ঢাকার ফের বৃত্তাকার নৌপথ চালু হচ্ছে

আমিনবাজার-সদরঘাট রুটে লঞ্চ চলবে : ২৪ নভেম্বর থেকে ১শ' ফুট প্রশস্ত নদী খনন কাজ চলছে

নূরুল ইসলাম

প্রকল্প শেষ হবে আড়াই বছর পর। তবুও পরীক্ষামূলকভাবে চালু হচ্ছে ঢাকার চারদিকের বৃত্তাকার নৌপথ। আগামী ২৪ নভেম্বর আমিনবাজার থেকে সদরঘাট পর্যন্ত একটি ওয়াটার ট্যাক্সি চলাচল শুরু করবে। নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান ইনকিলাবকে বলেছেন, শুধুমাত্র নৌপথকে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্যই আপাতত একটি ওয়াটার ট্যাক্সি দিয়ে যাত্রা শুরু হচ্ছে। পরবর্তীতে ক্রমে তা বাড়ানো হবে। ঢাকার চারদিকে বৃত্তাকার নৌপথ চালুকরণ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এগিয়ে চলছে। তবে ১শ' মিটারের পরিবর্তে ১শ' ফুট প্রশস্থ নদী খননের কাজ চলছে। রাজধানীকে যানজটমুক্ত করার জন্য নদীপথে বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা চালুর বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার পরীক্ষামূলকভাবে বৃত্তাকার নৌপথ চালু করতে যাচ্ছে। এর আগে জোট সরকারের আমলে বৃত্তাকার নৌপথ চালুকরণের বড় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এতে বরাদ্দ করা হয় ১০৭ কোটি টাকা। জোট সরকারের আমলে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা লুটপাটসহ বহু অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। সে সময় নদী তীরের ১১টি ল্যান্ডিং স্টেশন অবহেলা অযত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

রাজধানীকে যানজটমুক্ত করার জন্য নদীপথে বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা চালুর জন্য ঢাকার চারদিকে বৃত্তাকার নৌপথ চালুকরণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয় জোট সরকারের আমলে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় বিআইডব্লিউটিএকে। প্রথম পর্যায়ে এ প্রকল্পের আওতায় সদরঘাট থেকে আশুলিয়া ব্রিজ পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর ৩০ কিলোমিটার খনন করা হয়। এতে ব্যয় হয় ৩৫ কোটি টাকা। যাত্রী ওঠানামা করার জন্য নদীর তীরে ১১টি ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়। এগুলো হলো সদরঘাট, সোয়ারীঘাট, খোলামোড়া, নবাবেরবাগ, রায়েরবাজার, বসিলা, গাবতলী, আমিনবাজার, সিন্নিরটেক, বিরুলিয়া ও আশুলিয়া। এসব স্টেশনে টার্মিনাল ভবন, স্টিল গ্যাংওয়ে, পল্টুন ও আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়। ২০০৫ সালের ৩ মার্চ জোট সরকারের নৌপরিবহনমন্ত্রী ঘটা করে ঢাকার চারদিকের এ নৌপথ উদ্বোধন করেন। বেসরকারী পর্যায়ে এটলাস সান ও শালুক নামে দুটো নৌযান ঢাকা-আশুলিয়া নৌপথে যাতায়াত শুরু করে। কিন্তু যাত্রী স্বল্পতার কারণে কিছুদিন পর তা বন্ধ হয়ে যায়। অনেকেরই অভিযোগ, সে সময় নৌপথ বন্ধ হওয়ার কারণ খতিয়ে দেখেনি বিআইডব্লিউটিএ। পরিত্যক্ত ল্যান্ডিং স্টেশনগুলো ইজারা দেয়া হয়। সেই থেকে স্টেশনগুলো দিয়ে কার্গো জাহাজে মালামাল পরিবহন করা হচ্ছে। যাত্রী পরিবহন না হওয়ায় স্টেশনগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পরিত্যক্ত এ নৌপথকে আবার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যানজট নিরসনে নৌপথকে কাজে লাগানোর জন্য নৌপরিবহনমন্ত্রীর নির্দেশে পরীক্ষামূলকভাবে একটি মডেল প্রজেক্ট হিসাবে নতুন করে নৌপথ চালু করা হচ্ছে। ২৪ নভেম্বর থেকে গাবতলীর আমিনবাজার ল্যান্ডিং স্টেশন থেকে নতুন করে এই যাত্রা শুরু হবে। নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান বলেছেন, পরীক্ষামূলকভাবে ভর্তুকি দিয়ে এটি শুরু করা হচ্ছে। উদ্বোধনের দিন থেকে একটি ওয়াটার ট্যাক্সি আমিনবাজার থেকে সদরঘাট পর্যন্ত চলাচল করবে।

তিনি জানান, যে ওয়াটার ট্যাক্সি দিয়ে নৌপথ চালু করা হচ্ছে সেটি অকটেনে চলে। সে কারণে খরচ একটু বেশি। এটি জনপ্রিয়তা পেলে আরো ওয়াটার ট্যাক্সি ও ওয়াটার বাস নামানো হবে। বিআইডব্লিউটিএ'র সচিব মনোয়ার হোসেন জানান, ওয়াটার ট্যাক্সিটি পরিচালনা করবে বিআইডব্লিউটিসি। তিনি জানান, সড়ক পথে আমিনবাজার থেকে সদরঘাট যেতে দেড় ঘণ্টার মতো সময় লাগে। সেখানে ওয়াটার ট্যাক্সিতে যেতে সময় লাগবে ৩০ থেকে ৪০ মিনিট।

ঢাকার চারদিকে বৃত্তাকার নৌপথের প্রথম পর্যায় থেকে কোন সুফল পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের কর্মকর্তারা বলেছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হলে পুরোপুরি সুফল পাওয়া যাবে। এটি শেষ হবে ২০১২ সালের মাঝামাঝি সময়ে। এ প্রকল্পের আওতায় আশুলিয়া ও কাঁচপুরের মধ্যে বালু নদী এবং টঙ্গী খালের ৪০ কিলোমিটার নৌপথ উন্নয়ন করা হবে। পাশাপাশি টঙ্গী নদীবন্দর এবং কাঁচপুর, ইছাপুর ও কায়েতপাড়ায়

তিনটি ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণসহ যাত্রীদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া থাকবে কার্গোতে মালামালা ওঠানামার ব্যবস্থা। সংশোধিত এ প্রকল্পে গত বছর ৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ বছরের জন্য বরাদ্দ আছে ৫ কোটি টাকা। এ বছর কাজের মধ্যে শুধু নদী খনন করা হচ্ছে। এতেও ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নদীর প্রশস্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১শ' মিটার। কিন্তু এখন তা ১শ' ফুট করা হয়েছে। এতে করে নদীর প্রশস্থ কমবে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়েও কোটি কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। জানা গেছে, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি শুধু নদী খনন খাতেই ৬ কোটি টাকার দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছিল। অথচ চিহ্নিত সেই দুর্নীতিবাজরাও শেষ পর্যন্ত রেহাই পেয়ে গেছে। ল্যান্ডিং স্টেশন ইজারা প্রদানেও অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

যানজট নিরসন ও বিনোদনের ক্ষেত্র

ঢাকার প্রধান সমস্যা এখন যানজট। ঢাকার যে কোন স্থান থেকে এক ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে এখন দ্বিগুণ বা তারও অনেক বেশি সময় লাগে। পথিমধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে। এতে যাত্রীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এর কোন প্রতিকার আপাতত নেই। রমজান মাসে পুলিশ রেজিস্ট্রেশনবিহীন ও পুরাতন গাড়ী আটক অভিযান চালিয়েও যানজট নিরসন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অভিজ্ঞজনের মতে, বিকল্প পথ (সড়ক, রেল ও নৌপথ) ব্যতীত ঢাকায় যানজটের কবল থেকে রক্ষার কোন উপায় নেই। পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের চেয়ারম্যান আবু নাসের খান এ প্রসঙ্গে বলেন, বৃত্তাকার নৌপথ চালু হলে যানজট নিরসন ছাড়াও ন্যাচারাল ইকো সিস্টেম চালু থাকবে। এতে করে পানিবদ্ধতা নিরসনসহ নদী তীরে বিনোদন কেন্দ্র গড়ে উঠবে। তাতে মানুষ প্রশান্তি খুঁজে পাবে। তিনি বলেন, নৌপথ চালু করতে গিয়ে নদীর সাথে সংযুক্ত খালগুলোর প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে। পূর্ব ও পশ্চিমের খালগুলোকে ধ্বংস না করে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এক কথায় নদীকে নদীর জায়গা ফিরিয়ে দিতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, এসটিপি ও ডিইউটিপির মতো মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছাড়া ঢাকার যানজট নিরসন ও পরিবহন সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। তবে ঢাকার উত্তর-দক্ষিণে সহজ যোগাযোগের বিকল্প পথ হিসেবে বৃত্তাকার নৌপথ প্রকল্পটি নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার সড়ক পরিবহনের উপর চাপ ও যানজট কমাতে এবং পরিবেশবান্ধব, উপভোগ্য বৈচিত্র্যময় পরিবহন ব্যবস্থা সংযোজনে এই প্রকল্পের ইতিবাচক ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা অনেক। ঢাকার পর্যটন শিল্পেও এই বৃত্তাকার নৌপথ আকর্ষণীয় এবং নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। নগর পরিবহনে আসবে নতুন ছন্দ। অভিজ্ঞজনদের মতে, এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রথম ধাপ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা নৌপথকে আধুনিক, দ্রুতগামী ও আরামদায়ক নৌযান দ্বারা সমৃদ্ধ করে জনপ্রিয় পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন রুট হিসাবে গড়ে তোলার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সাথে অবৈধ কার্গো, বোল্ডার ও নৌযান নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি সার্কুলার পথে ভাসমান বাঁশ ও কাঠের লগ পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পরিবেশবাদীরাও একই সুরে বলেছেন, নৌপরিবহনমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী সব ধরনের ইজারা বাতিল করে ঢাকার চারপাশের চার নদী বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীকে পুরোপুরি দখলমুক্ত করতে হবে।

×××××